গুপ্ত বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে কী জানো লেখো ?

গুপ্ত বংশের উত্থান ভারত- ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের যে আশা কুষাণরা জাগিয়েছিল,তা-ও অচিরে বিলীন হয়ে গেল। এই সময় থেকে শুরু করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের মধ্যবর্তী কালকে স্মিথ ভারত -ইতিহাসের 'অন্ধকার যুগ' বলে বর্ণনা করেছেন।এই সময়ে উত্তর ভারতে একাধিক স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, যাদের মধ্যে না ছিল কোন শক্তি, না ছিল কোন ঐক্য। এই বহুধাবিচ্ছিন্ন ভারতভূমিকে এক পতাকাতলে সমবেত করে গুপ্তরাজারা ভারত -ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

গুপ্ত বংশের আদি ইতিহাস জানার জন্য একাধিক নির্ভরযোগ্য উপাদান পাওয়া যায়। এইসব লিখিত উপাদানের অন্যতম হল পুরানসমূহ। এগুলিতে গুপ্তরাজাদের নাম, রাজ্যসীমা, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতির বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া গুপ্তযুগে রচিত বিভিন্ন নাটক ও সাহিত্য থেকেও তৎকালীন বহু তথ্য জানা যায়। এই বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল 'কৌমুদী-মহোৎসব', 'দেবী -চন্দ্রগুপ্তম ', 'নাট্যদর্পণ', 'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি। গুপ্ত যুগের ইতিহাস রচনার জন্য বহু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানও পাওয়া যায়। এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেন বিরচিত 'এলাহাবাদ- প্রশস্তি'। এছাড়া মথুরা, ভিতারি ও সাঁচির শিলালেখ এবং উদয়গিরির গুহালেখ থেকে বহু তথ্য জানা যায়। গুপ্তযুগে প্রাপ্ত মুদ্রা ও তাম্রশাসনগুলিও গুপ্ত যুগের উপাদান হিসেবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সর্বোপরি চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনএবং ই- সিং -এর 'বিবরণী' থেকেও গুপ্তযুগের বহু তথ্য জানা যায়।

গুপ্ত রাজাদের উৎপত্তি ও আদি বাসস্থান সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। শুঙ্গ এবং সাতবাহন শাসনকালে নামের শেষে গুপ্ত উপাধিধারী কিছু আমলার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তারা গুপ্ত রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গুপ্ত রাজারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য- কোন বর্ণের লোক ছিলেন সে সম্পর্কেও মতভেদ আছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার বিবাহ হয়েছিল ব্রাহ্মণ বংশীয় বাকাটকরাজ রুদ্রসেনের সাথে। রানি প্রভাবতী গুপ্তার পুনা ও ঋদ্ধপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় গুপ্ত

রাজারা ধারণ গোত্রের লোক ছিলেন। অগস্ত্য নামে ব্রাহ্মণদের এক শাখা আছে ।এই শাখার এক প্রশাখা ধারিণী। সে কারণে গুপ্ত রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই মনে হয়। অপরদিকে গুপ্তদের সঙ্গে লিচ্ছবী ও নাগ এই দুই ক্ষত্রিয় বংশেরও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তাই গুপ্তরা ক্ষত্রিয় ছিলেন না, এমন কথাও বলা যায় না।ব্যাকরণবিদ চন্দ্রগোমিনের তথ্যের উপর নির্ভর করে ড. জয়সোয়াল এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, গুপ্তরা পাঞ্জাবের জাট সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী জাটগণ বৈশ্য বর্ণের লোক ছিলেন। তবে গুপ্তরা বৈশ্য ছিলেন এই মতই বেশিরভাগ পন্ডিত সমর্থন করেছেন।

গুপ্তরাজাদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ড.জয়সোয়ালের মতে গুপ্তরা নাগ রাজাদের সামন্ত হিসেবে প্রয়াগ অঞ্চলে বসবাস করতেন। পরে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সমকালীন লেখে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। বায়ু পুরাণের একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে - অনু -গঙ্গা -প্রয়াগঞ্চ সাকেতং মগধাংস্তথা।
এতান্ জনপদান্ সর্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ ।
গুপ্ত -রাজ্য বলতে এখানে গঙ্গা তীরবর্তী প্রয়াগ বা এলাহাবাদ, সাকেত বা অযোধ্যা এবং মগধ এই তিনটি অঞ্চল বোঝানো হয়েছে। আবার অনেকের মতে এখানে অনুগঙ্গা বা গঙ্গা সন্নিহিত ভূভাগ,প্রয়াগ, সাকেত ও মগধ এই চারটি অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বা লেখমালায় অনু গঙ্গা নামে কোনো স্বতন্ত্র জনপদের উল্লেখ নেই। বিভিন্ন যুক্তির পরিপেক্ষিতে মনে হয় অনুগঙ্গা পদ এখানে প্রয়োগের বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সি -এর বিবরণই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় গ্রন্থ রচনার প্রায় 500 বছর পূর্বে চি -লি- কি- টো নামক একজন রাজা চৈনিক তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন এবং মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য 24 টি গ্রামদান করেন। গুপ্তদের আদি বাসস্থান হিসেবে বাংলাকে এ নির্দিষ্ট করতে গিয়ে ইৎ -সিং -এর বিবরণের উপর নির্ভর করেছেন প্রধানত ঐতিহাসিকরা।এর উপর ভিত্তি করে ড. ডি. সি. গাঙ্গুলী মনে করেন যে গুপ্তদের আদি বাসভূমি ছিল মুর্শিদাবাদ। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে সুধাকর চট্টোপাধ্যায় বলেছেন গুপ্তদের আদি বাসস্থান ছিল মালদহে। আবার কেম্ব্রিজে সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপির

ভিত্তিতে আর. সি. মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে বরেন্দ্রী অর্থাৎ মালদহ, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার বিস্তৃত অঞ্চল ছিল গুপ্তদের আদি বাসভূমি।

বিষ্ণুপুরাণ, রায়পুরাণ ও ভাগবতপুরাণ অনুসারে অনেকে মগধকে গুপ্তদের আদি বাসস্থান বলে চিহ্নিত করেছেন। ড. গয়ালের মতে গুপ্তদের আদি বাসস্থান ছিল উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ অঞ্চল। এস. আর. গয়ালের মতে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়া থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশে শিলালেখ পাওয়া গেছে আটটি। অপরদিকে মগধে মাত্র দুটি ও বাংলায় পাঁচটি পাওয়া গেছে। তাছাড়া ড. গয়াল এই অঞ্চলে প্রাপ্ত এলাহাবাদ প্রশস্তির উপর বেশি জোর দিয়েছেন কারণ লেখগুলির মধ্যে এটি হল সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া গুপ্ত শাসকদের স্বর্ণমুদ্রার 14 টি ভান্ডার পাওয়া গেছে উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশে।সেই কারণে মগধ অথবা বাংলার তুলনায় পূর্ব উত্তরপ্রদেশের গুপ্তদের আদি বাসভূমির পেছনে যুক্তি বেশি জোরালো। তবে এ সম্পর্কে এখনো যথেষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। আবার ড. ডি.সি. গাঙ্গুলীর মতে মনে হয় মগধ ও বরেন্দ্রী নিয়েই আদি গুপ্তরাজ্য গঠিত ছিল। গুপ্ত রাজবংশের প্রথম দুজন রাজা শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচ সম্ভবত এই অঞ্চলেই রাজত্ব করেন।

সম্ভাব্য প্রশ্ন:---

1) 'অন্ধকারময় যুগ' কাকে কেন বলে ?
2) গুপ্ত যুগের জানার উপাদান গুলি কি কি ?
3) গুপ্তদের আদি বাসস্থান সম্পর্কিত ঐতিহাসিকদের মত পার্থক্য গুলি লেখ।
4) গুপ্ত বংশের প্রথম সম্রাট কে ছিলেন ?